দৈনিক দেশ 007

তারিখ ... 15.3.84 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দু'টি ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির অভিমত

জিঘাংসাবৃত্তির মাধ্যমে গণ-বিক্ষোভ দমন করা যাবে না

।। ষ্টাফ রিপোর্টার ।।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মিছিলের উপর ট্রাক চাপা দিয়ে ছাত্র হত্যা ও ১ মার্চ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র ও কর্মচারীদের উপর হামলার নিন্দা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বলেছে, সমাজের নানা স্তরে ভয়ানক বিক্ষোভ জমেছে। জনসাধারণ ও ছাত্ররা ঐ বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে মাত্র। জিঘাংসাবৃত্তির দ্বারা এই বিক্ষোভ দমন করা যাবে না। বরং দেশকে আত্মঘাতী সংঘর্ষ ও সর্বনাশের দিকেই নিয়ে যাওয়া হবে।

সম্প্রতি জনাব আলী আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যকরী পরিষদের সভায় বলা হয়, শর্তহীনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মুক্ত ও অবাধভাবে মতামত ও সমালোচনা প্রকাশের সুযোগ দান করলেই এই বিক্ষোভ প্রকাশিত হবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হওয়া যাবে।

প্রস্তাবে বলা হয়, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করে সরকার সংকট ঘনিভূতই করছেন। এসব দলের পেছনে জনসমর্থন নেই, এরকম ভাবটা হঠকারীতার নামান্তর। নিরুপায় হয়েই জনগণ হরতালের মধ্য দিয়ে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মতামতেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। কাজেই দলগুলোর ডাকে সাড়া দিয়ে জনসাধারণ যদি হরতাল করে থাকে এবং নির্বাচনের বর্তমান প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করতে না চায়, তবে সেই রাষ্ট্রকে বর্তমান সরকারের যথোপযুক্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

এতে বলা হয়, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে তারা অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনের পরিমণ্ডল গড়ে তুলবেন এটাই আমরা সরকারের কাছে আশা করি। জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত আস্থাভাজন প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ দিন। জণসাধারণের মঙ্গলের জন্যই রাষ্ট্র, কোন দল, বা গোষ্টির স্বার্থ সিদ্ধির বা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নয়। প্রস্তাবে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করে বলা হয়, যে সব ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়েছেন তাদের অবিলম্বে মুক্তিদান আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

শিক্ষক সমিতি বলেছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলের উপর দিয়ে পুলিসের ট্রাক চালিয়ে ছাত্র হত্যার ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য যদি এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে এই অমানুষিক বর্বরোচিত ও নিষ্ঠুর পদ্ধতিকে নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই।

পুলিসের হামলায় নিহত ছাত্রদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলা হয়, যে সব পরিবার সন্তান হারিয়েছে তাদের শূন্যতা কোন আর্থিক অনুদানের দ্বারা পূরণ করার নয়। যে ব্যক্তি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার যাতে এ ধরনের বর্বতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ছাত্র মিছিলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে না ফেরাতে ১ মার্চে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপর পুলিসের ও সেনাবাহিনীর ততোধিক বর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ আমাদের বিমূঢ় করে দিয়েছে। সভ্যতা ও বিবেকবর্জিত নজিরবিহীন এই আক্রমনের প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগকারী শিক্ষক, কর্মচারীদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আহত ও নির্যাতিত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান হয়।

১ মার্চে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে হরতালকে কেন্দ্র করে নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের দ্বারা অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার প্রবণতার নিন্দা করে শিক্ষক সমিতি আহত ও নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীদের যৌথ প্রতিবাদ সভায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ সামরিক জান্তার সরকারী ও পেটোয়া বাহিনীর হাতে নিহত ও নির্যাতিতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জনতার উপর সামরিক জান্তার বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা, গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।

ডঃ কাজী সালেহ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ১ মার্চ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে তার প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়। সরকারের ঘৃণ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক ও কর্মচারীরা সম্মিলিতভাবে পদত্যাগ করে যে নৈতিক সাহস প্রদর্শন করেছে সভায় তার প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে বর্তমান সামরিক সরকারের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণ যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তার প্রতি পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করা হয়েছে।